



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 343 - 351

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যে নাট্যসংস্কৃতি ও নাট্যচর্চা (১৮৭০ - ২০২২) : একটি সমাজ-সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা

সোমা দাস

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : somadas4504@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Gobardanga,
Theater practice,
Theater press,
Industrialization,
Naksha,
Shilpayon,
Theater academy
school,
Socio-cultural,
Theater fest.

Abstract

An exploration of the history of drama practice in Gobardanga reveals the presence of more than 150 drama groups in the region. Gobardanga's theater journey began in 1878 AD, greatly influenced by the location of the local landlord's house and subsequent socio-cultural developments that spurred dramatic activity. Although it started with a single group in the 1870s, over the following decades, around 24–25 drama groups have consistently engaged in theatrical practices. To further enrich this tradition, a Drama Academy School was established to foster research and development not only in acting but also in the broader field of drama.

Some of the notable contemporary groups include Rupantar (1973), Navik Natyam (1977), Shilpayan (1980), Naksha (1981), Shilpanjali (1987), Rabindra Natya Sangstha (1995), Bihunga (2010), Mridangam (2012), Chittopat (2012), and Rangabhumi (2013). In addition to stage performances, these groups organize workshops and seminars, publish drama magazines, and host theatre festivals. Many original plays have emerged from these groups, contributing significantly to Bengali literature.

Gobardanga is often referred to as the "City of Theatre" or the "Village of Theatre." Its theatrical influence extends beyond the locality to various districts of West Bengal and serves as a vital link in the broader network of Indian drama. This research paper seeks to analyze the historical development of Gobardanga's socio-cultural identity through the lens of its vibrant theater culture.

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত মহাকুমার অধীন গোবরডাঙ্গা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কুশদহ পরগনার অংশ। গঙ্গা নদীর পূর্ব তীরে যমুনার অববাহিকায় অবস্থিত কুশদহ মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মৌজা অর্থাৎ ইছাপুর, খাটুরা, গোবরডাঙ্গা

ও গৈপুৰ অঞ্চলগুলিকে নিয়ে গোবরডাঙ্গা অঞ্চল। মাত্র ২০ কিমি ব্যাসার্ধ ৫৫-৫৬ হাজার মানুষের বাসস্থান হলেও শহরটি শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার কয়েকশো বছরের ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে চলেছে। আমার গবেষণা মূলত গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যের ইতিহাসে কিভাবে নাট্য সংস্কৃতির বিকাশ হল ও তার সঙ্গে সমাজে কি প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কেও দেখানোর চেষ্টা করা হবে।

নাটক হল এক প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ মানুষকে বোঝার জন্য আলোচনায় যতটা না নাড়াতে পারে নাটকের মাধ্যমে সমাজে বেশি সচেতন করার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের ভালো-খারাপ দিক তুলে ধরার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, যা অন্য কোন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়। বলা যায় গোবরডাঙ্গা নাট্যচর্চার ধারণায় ইতিহাসের অনেকটা অংশকে বহন করে নিয়ে চলেছে বহু দশক ধরে, যেখানে একে একে যুক্ত হয়েছে নানা গর্বের পালক। সত্তরের দশকে একটি মাত্র দল গঠনের মধ্য দিয়ে গোবরডাঙ্গা নাট্যচর্চার ইতিহাস শুরু হয়েছিল কিন্তু তারপর কয়েক দশক ধরে ধাপে-ধাপে আজ প্রায় ২৪-২৫টি নাটকের দল নাট্যচর্চা করে চলেছে। গোবরডাঙ্গা রেলস্টেশনে নাটক সম্পর্কে যেসব পোস্টার, ব্যানার লাগানো ভারতবর্ষের কোনও রেলস্টেশনে এমন দৃশ্য দেখা যায় না। গোবরডাঙ্গা কে কেউ বলেন ‘ভিলেজ অফ থিয়েটার’, আবার কেউ বলে ‘সিটি অফ থিয়েটার’। শুধুমাত্র গোবরডাঙ্গাতেই নয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মেলায় এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে দলগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সুতরাং গোবরডাঙ্গা হয়ে উঠেছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের নাট্যচর্চার অন্যতম বন্ধন গ্রন্থি, যার শিকড় দ্বিগুণ দৃষ্টিতে পড়েছে।^১ ফলে গোবরডাঙ্গা হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার অন্যতম পীঠস্থান এবং ভবিষ্যতে নাট্যচর্চা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা যে এই মফস্বলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস : নাটকের সাথে ইতিহাসের বিষয় সম্পর্কটি আমরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেখতে পাই। ভারতবর্ষে বহু আগে নাট্যপ্রণেতা ভরতমুণি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন ও অভিনয় শুরু হয় তিন হাজার বছর আগে থেকেই। বিভিন্ন রাজনগরের ভারত আক্রমণের ফলে এদেশে সেখানকার সাহিত্য সংস্কৃত ও নাটকের প্রভাব পড়ে। বিলেতি স্টেজ অভিনয় দেখে বাংলাদেশের লেখকরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা স্থাপন করে হেরাসিস লেবেডেফ নামে একজন রুশ আগন্তুক। তিনি বাঙালি জাতিকে থিয়েটার নির্মাণে উৎসাহিত করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ‘হিন্দু থিয়েটার’ ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা, যা ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন হয়। ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়ায় প্রথম নাটক ‘রত্নাবলী’ প্রথম জাতীয় নাট্যগৃহে স্থাপিত হয়, পরে প্রকাশিত হয় দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০)। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের মধ্য দিয়ে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল বাংলা থিয়েটার ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত হলো রঙ্গালয়, এ সময় দর্শকদের রুচির দ্বারা রঙ্গমঞ্চ এবং নাটক রচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলা যায়। এরপর ‘হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠিত হলে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যোগ দেন। শরৎচন্দ্র ঘোষের স্থাপিত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করেছিল। এইভাবে নাটকের যাত্রা শুরু হতে থাকে এই কলকাতা থেকে তার প্রভাব পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও পড়তে থাকে। তবে আধুনিক নাটক ও নাট্যশালার কতটুকু ইউরোপীয় আদর্শ এবং কতটুকু দেশীয় যাত্রার আদর্শ সে বিষয়ে অবশ্য পন্ডিতের মধ্যে নানা মত আছে। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ একাধিক প্রবন্ধে বলেছেন - “যাত্রা হইতেই আমাদের দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস”। এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হল-

“বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাটকের উৎপত্তি ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের দ্বারা বিদেশী আদর্শে এ কথাটি ভালো করিয়া স্মরণ রাখা উচিত। পুরাতন যাত্রা শহীদ বাংলা নাটকের কোন বাড়ির যোগ নাই। যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উদ্ভব হয় নাই নব্য নাটকের প্রভাবেই যাত্রার রূপান্তর ঘটিয়াছিল।”^২

গোবরডাঙ্গার নাট্যচর্চার ইতিহাস (১৮৭০-১৯৭০) : তথ্য অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে গোবরডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা হল প্রথম নাট্যদল আর্থরঙ্গভূমি। তবে এর আগেও নাট্যচর্চা হতো বলে জানা যায়। বর্তমানে নাট্য দলগুলি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তারা। ভারতবর্ষ নাট্যচর্চার মানচিত্রে গোবরডাঙ্গার নাম আজও প্রবহমান। গোবরডাঙ্গার জমিদার সারদা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় তৎকালীন সময়ে নাটকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন তার প্রানের বন্ধু। সেই

হিসাবে ধারণা করা হয় যে, সেই সময় থেকেই গোবরডাঙ্গায় নাট্যচর্চার কেন্দ্র ছিল। জমিদার বাড়িতে যে নাট্যচর্চা হত, তা মূলত বাইরে থেকে অভিনেতাদের আনা হত। জানা যায় যে দীনবন্ধু তার বিখ্যাত দুটি প্রহসন নাটক ‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’ ও ‘জামাই বারিক’ সারদা প্রসঙ্গের অতিথি হিসেবে প্রসঙ্গ ভবনে বসেই লিখেছিলেন।^৪ তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা, পুজো উপলক্ষে নাটক মঞ্চস্থ হতো বলে মনে করা হয়। ৭০-৮০র দশকের আগেও গোবরডাঙ্গায় নিয়মিত থিয়েটার চর্চা হত। তার প্রমাণ পাড়ার, ক্লাবের ও বিভিন্ন স্কুলের থিয়েটার। তবে জমিদারি ঘরানার নাট্যচর্চার সেই প্রথম পর্ব শুরু হয় পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইছাপুরে, কোনো এক দুর্গানবমীর রাতে। ইছাপুর ও জমিদারি সংলগ্ন অঞ্চলে ভদ্রলোক ধনী ব্যক্তির আনুকূল্যে মন্দিরের ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে এই নাটকের সূত্রপাত ঘটান। এর অন্তত প্রায় ষাট ৭০ বছর পর অপেরা তৈরি হয়। যদিও ইছাপুরের অনুকরণে সারদাপ্রসঙ্গের ভবনে দুর্গাপূজা উপলক্ষে থিয়েটার চর্চা তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। ক্রমে ইছাপুরের জমিদার বাড়িতে শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত মনীশংকরের পিতা নট ও নাট্যকার হরিপদ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নাট্যনির্দেশক অসিত মুখোপাধ্যায় ইছাপুরে নাট্যচর্চার উজ্জ্বল পুরুষ। পরবর্তীতে জমিদারি চৌহদ্দির বাইরে ছড়িয়ে পড়ে এই নাট্য আন্দোলন। নাট্য চর্চার দ্বিতীয় আর এক কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হয় ইছাপুরের দোল মন্দিরে, যা এখনো বর্তমান।^৫ গোবরডাঙ্গার নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র গোবরডাঙ্গা টাউন হল। প্রতিমাসে নিয়মিত নাটক অভিনয় শুরু করে গোবরডাঙ্গা থিয়েটার ফেডারেশন, স্থাপিত হয় ১৯৯৩ সালে। যার আবাহক হলেন নাট্যকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।^৬ ৭০ দশকের আগে পর্যন্ত যে সকল নাট্যদল, অভিনেতা, নাটক ও নাট্যকারের নাম জানা যায়। তার ভিত্তিতে কিছু বর্ণনা করার চেষ্টা হল। আর্থরঙ্গভূমি স্থাপিত হয় আনুমানিক ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ প্রায় ১৪০ বছর আগে একটি পরিত্যক্ত চিনির কারখানায়, যা গোবরডাঙ্গার প্রথম থিয়েটার মঞ্চ। সপ্তাহে দুদিন টিকিট কেটে মানুষ সেখানে নাটক দেখতে আসতেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন ননী রক্ষিত, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ ভট্টাচার্য, চন্দ্রীদাস সহ বেশকিছু নাট্যকার। আর্থরঙ্গ ভূমির সময় থেকেই মূলত সুরত নাথ চট্টোপাধ্যায় মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন।^৭ এছাড়া ‘সাক্ষ্য সম্মিলনী’ (১৯২৮), ‘হায়দাদপুর ড্রামাটিক ক্লাব’ (১৯৩০), ‘খাঁটুরা নাট্যমন্দির’ (১৯৩২), ‘তরুণ সংঘ’ (১৯৪০), ‘জাগরনি নাট্যসমাজ’ (১৯৪২), ‘গোবরডাঙ্গা কল্পনা নাট্যসমাজ’ (১৯৪৪), ‘খাঁটুরা নাট্যসমাজ’ (১৯৫০) ও খাঁটুরা উত্তরপাড়া (১৯৬৮) প্রভৃতি দল গঠিত হয়েছে।^৮ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নাট্যচর্চার ধারা বর্তমানেও বহন করে চলেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নাট্য চর্চার ইতিহাস : নাট্যচর্চার মানচিত্রে বর্তমানে সবমিলিয়ে ২৪-২৫টি দল রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দলগুলি হল ‘রূপান্তর’ (১৯৭৩), ‘নাবিক’ (১৯৭৭), ‘শিল্পায়ন’ (১৯৮০), ‘নকশা’ (১৯৮১), ‘শিল্পাঞ্জলী’ (১৯৮৭), ‘চেতক’ (১৯৮৯), ‘রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা’ (১৯৯৫), ‘উদীচী’ (১৯৯৯) ‘কথাপ্রসঙ্গ’ (২০০০), ‘স্বপ্নচর’ (২০০০), ‘নাট্যায়ন’ (২০১০), ‘বিহঙ্গ’ (২০১০), ‘চিত্তপট’ (২০১২), ‘মৃদঙ্গম’ (২০১২), ‘অবন’ (২০১২), ‘লোকরঙ্গ’ (২০১২), ‘আকাজ্জা’ (২০১২), ‘গোবরডাঙ্গা রঙ্গভূমি’ (২০১৩), ‘পুনশ্চ’ (মহিলাদের পরিচালিত দল), ‘পড়শি’ ও ‘আত্মজ’ (২০২১) প্রভৃতি।^৯ বর্তমানে নাট্যচর্চার এই দলগুলি নাটক প্রযোজনার কৌলিন্যতা ভেঙে দিতে পেরেছে শহর ও জেলার থিয়েটার চর্চার বিভাজনকে।

গোবরডাঙ্গার রূপান্তর : গোবরডাঙ্গার প্রথম গ্রুপ থিয়েটার চর্চা শুরু হয় রূপান্তরের হাত ধরে। রূপান্তর দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে ২৫শে ডিসেম্বর। এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন ঋষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব ব্যানার্জি, প্রদীপ মুখার্জী, শ্যামল দত্ত প্রমুখ। এদের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা ২৫টি সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য হল ডাকঘর, অচলায়তন, লাশকাটা ঘর, দানসাগর, সাজানো বাগান প্রভৃতি। একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা ১৮টি। তার মধ্যে উল্লেখ্য হল হারাধনের দশটি ছেলে, শেষ দৃশ্যে পৌঁছে, আঁধার পেরিয়ে, ছুটি প্রভৃতি। শিশু-কিশোর নাটকের সংখ্যা ১১টি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য হল হ-য-ব-র-ল, তাসের দেশ, সুরের জাদু, দহন ইত্যাদি। নাটকগুলি এলাকায় বিপুল সাড়া ফেলে দেয়। ২০০২ সাল থেকে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্বদের ‘কানাইলাল চৌধুরী স্মৃতি সম্মান’ ও ‘ঋষিকেশ স্মৃতি সম্মান’ দেওয়া হয়।

সেমিনার - ১৯৩৩ সাল, বিষয় - ‘বাংলা থিয়েটার ও এইসময়’। ১৯৯৮ সাল, বিষয় - ‘সমাজ চেতনায় থিয়েটারের ভূমিকা’, ২০০৩ সাল, বিষয় - ‘থিয়েটার বিষয় নির্বাচন’, ২০০৫ সাল, বিষয় - গত শতকের শেষ পাঁচ দশকের বাংলা থিয়েটার তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হয় (জেলা - রাজ্য - জাতীয় স্তর)। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত নাট্য প্রদর্শনী-

নাট্যাকাডেমি, নাট্যমেলা (শিশির মঞ্চ), পাঁচালী নাট্যোৎসব, ইন্ডিয়ান মাইম সেন্টার, বারাসাত সদর মহকুমার নাট্যোৎসব, বানীপুর লোক উৎসব, সিউড়ি রবীন্দ্র সদন (পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আমন্ত্রণে)। শোহন নাট্যোৎসব (বিজন থিয়েটার), পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কিশোর নাট্য বিকাশ মঞ্চ, বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব, সংলাপ নাট্যোৎসব (কলকাতা), পল্লী মেলা (গড়িয়া), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য একাডেমির আমন্ত্রণে ২৫শে বৈশাখ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বারকানাথ মঞ্চ ইজেড সিসি সংস্কৃতি মন্ত্রক, সবাক নাট্যোৎসব (রবীন্দ্র সদন, কলকাতা) ই জেড সিসি সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকারের আয়োজনে গোবরডাঙ্গা নাট্যোৎসবে (ট্রিলজি অফ গোবরডাঙ্গা), উদ্বোধনী প্রদর্শন (পূর্বশ্রী মঞ্চ, কলকাতা), সুন্দরবন নাট্যোৎসব কমিটি। এইভাবে রূপান্তর নাট্য দলটি সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে তার কৃতিত্বের দ্বারা সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে পাশাপাশি সুনাম অর্জন করেছে।^{১০}

নাবিক নাট্যম : এই দলটি ১৯৭৭ সালে ১লা মে সোমনাথ রাহা ও প্রদীপ সাহার সম্পাদনায় পথ চলা শুরু নিছক ভালোলাগার তাগিদে। প্রথম ত্রিপুরেশ্বর ভট্টাচার্যের পরিচালনায় গোবরডাঙ্গা জমিদার বাড়ির মাঠে অভিনীত হয় - ‘অন্ধকারের নিচে সূর্য’। পরবর্তীকালে কেবলমাত্র ভালো লাগা বা আনন্দের জন্য নয়, লোকশিক্ষা ও নাটক যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা এ ধারণা নিয়ে শুরু হয় নাটকের অনুশীলন। দীর্ঘ দিন বেদুইনের মতো বিভিন্ন জায়গায় নাট্যচর্চা করে ১৯৯৯ সালে ৮ই মে সংস্থার নিজস্ব মহলা কক্ষ তৈরি হয়। এই সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ সংখ্যা ৩টি - অন্ধকারে নিচে সূর্য, সবুজ সাহারা ও লালু ভুলু। একাঙ্ক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - অপরাজিত, আলোর সন্ধানে, মরিচ সংবাদ ইত্যাদি। বহু পুরস্কার ও সম্মান এ ভূষিত হয়েছে বর্তমানে ওই দলটির কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অনুদান পেয়ে থাকে।^{১১}

গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন : ১০ই জুলাই ১৯৮০সাল থেকে বাংলা থিয়েটারের অঙ্গনে নিয়মিত নাট্য চর্চা করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের কাছে গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন একটি পরিচিত নাম। এই দলটির নাট্য প্রযোজনা মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - ‘স্বপ্নের ফেরিওয়ালা’, ‘কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না’, ‘তমস’, ‘অন্তর্জলী যাত্রা’, ‘খোয়াব’, ‘আদিম’ এবং ‘পড়শী’ যা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারতবর্ষে দর্শকদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ১৯৯০ সালে গোবরডাঙ্গার প্রথম নাট্য পত্রিকা শিল্পায়ন থেকে প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত নাট্য ব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ও সহসম্পাদক শংকর বস। এই সংস্থাটি প্রযোজনা ছাড়াও প্রতিবছর আয়োজিত হয় সেমিনার, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, গোবরডাঙ্গা নাট্যমেলা, নাট্য কর্মশালা ও সর্বোপরি বাৎসরিক নাট্য বক্তৃতামালা। ২০১৫ সালের ৫ই জুলাই গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের নতুন নাটক ‘পড়শী’ প্রযোজনা এবং সম্প্রচার করে কলকাতা দূরদর্শন। ২০১৫ সালের ১০ই জানুয়ারি আকাশবাণী কলকাতা প্রথম সম্প্রচার করেন গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের ‘মনসামঙ্গল’ নাটক। এই নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন আশীষ চট্টোপাধ্যায়। প্রযোজনায় ছিলেন আশীষ গিরি এবং অভিনয়ে ছিলেন শিল্পায়নের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ। এই সংস্থাটি বিভিন্ন সম্মান পায়, সেগুলি নিম্নে তুলে ধরা হল।

সম্মানপ্রাপ্তি :

- ২০০০ সাল - ‘স্বপ্নসন্ধানী’ প্রদত্ত শ্যামল সেন স্মৃতি সম্মান (প্রযোজনা - ‘মালা ডাক’)
- ২০০৩ - সায়ক আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায় ‘কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না’ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শনার সম্মান পায়। এছাড়া ওই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত নাট্য আকাদেমী ২০০৩ এর শ্রেষ্ঠ হিসেবে আশীষ চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাত থেকে সম্মানিত হন।
- ২০০৪ - শিল্পায়ন নাট্য দলের অভিনেত্রী দীপা ব্রহ্মা ‘শ্যামল সেন স্মৃতি সম্মান’ লাভ করেন। এছাড়া আশীষ চট্টোপাধ্যায় ‘তমস’ নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসাবে ‘প্রেরণা সম্মান’ পান।
- ২০০৫ - ‘তমস’ নাটকের জন্য আশীষ চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সম্মান পান সায়ক আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতায়।
- ২০০৭ - ‘সত্য শাইলক’ বেঙ্গল শ্রাচি প্রদত্ত ‘বিজন ভট্টাচার্য স্মৃতি সম্মান’ শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার সম্মানে সম্মানিত করেন প্রখ্যাত অভিনেতা মাননীয় ওমপুরি।
- ২০০৯ - ‘খোয়াব’ নাটকের জন্য নিভা আর্টস সম্মান পান শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য।



২০১০ - আশিস চট্টোপাধ্যায় 'খোয়াব' নাটকের জন্য শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে মিউনাস প্রদত্ত 'চিত্ত সরকার স্মৃতি সম্মান' পান। এছাড়া নাট্য নির্দেশনার সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য আশীষ চট্টোপাধ্যায় কে 'জোৎস্নামাখা দাস স্মৃতি সম্মান' এ সম্মানিত করা হয়।

২০১২ - আশিস চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে অভিযাত্রী প্রদত্ত শোভন সম্মান পান। এছাড়া নাট্যনির্দেশনার সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য আশীষ চট্টোপাধ্যায় কে 'তারারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মান' এ সম্মানিত করা হয়।

২০১৪ - আশিস চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হিসেবে চিংৎপট প্রদত্ত 'কানাইলাল চৌধুরী স্মৃতি সম্মান' পান।

আশীষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশিত নাটক 'মালাডাক', 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' (দূরদর্শন প্রযোজনা) এবং 'অঙ্কুর'। সম্প্রচারিত বেতার নাটক (নাট্য রচনা) 'মনসামঙ্গল', 'বন বাওয়ালির সত্য-মিথ্যা', 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' ও 'তিতুমীর' প্রভৃতি। তিনি ২০০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক এম কে রায়নার সঙ্গে ভূপাল, মধ্যপ্রদেশে জাতীয় নাট্য কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমী ও মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের সদস্য। বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও সংগঠনের পাশাপাশি ২০১০ এর নভেম্বর থেকে এখনো পর্যন্ত সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকারের সহায়তায় নিয়মিত চলছে জেলা নাট্যকর্মশালা মেলা। পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র ও সংস্কৃতি মন্ত্রক ভারত সরকার আয়োজিত প্রতিমাসে নিয়মিত নাট্য অভিনয়ে - 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না'- ২০০৪, 'অন্তর্জলী যাত্রা' - ২০০৫, 'তমস'- ২০০৬, 'সত্য শাইলক'- ২০০৭, 'ভূত পুরাণ'- ২০১২ এবং গোবরডাঙ্গা ট্রিলজি -২০০৮ এ 'খোয়াব' অভিনীত হয়েছে। গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন সংস্কৃতি মন্ত্রক ভারত সরকার পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী স্বীকৃত নাট্যদল। শিল্পায়ন আয়োজিত গোবরডাঙ্গা নাট্যমেলায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক এর প্রযোজনায় বিশেষ মুহূর্তের আলোকচিত্র প্রদর্শনী ও উপস্থাপিত হয়।^২

গোবরডাঙ্গা নকশা : ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে এই দলটি প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন আশীষ দাস, অঞ্জন কাজিল্লাল ও মলয় দত্ত-সহ আরো অনেকে। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নকশা নাটকে বহু একাংশ পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা ও পাশাপাশি শিশু নাটক উপহার দিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - 'ডাকঘর', 'তিন পয়সার মালা' প্রভৃতি। অপরদিকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য একাঙ্ক নাটকগুলি হল 'ভিয়েতনাম কাব্য', 'আত্মজ', 'মহানগর', 'চেতলা' ও 'উজানে' প্রভৃতি। মূকাভিনয়ের মধ্যে উল্লেখ্য হল 'সেন্টার', 'ড্রিম', 'থিফ', 'ম্যান বাট মেশিন' প্রভৃতি। ২০১০ সালের পর থেকে নকশা বছরে গড়ে ৯০ - ৯৫টি শো প্রদর্শিত করেছে। নাটক কর্মকাণ্ডের জন্য দলটি বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছে।

সম্মানপ্রাপ্তি :

২০০৩ - আত্মজ - নাট্য একাডেমী পুরস্কার

২০০৯ - 'খড়ির গভি' বেঙ্গল স্ট্রাচি (কলকাতা) প্রদত্ত 'বিজন ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার'।

২০১১ - 'বিলাসী বালা' - পঞ্জিকা প্রদত্ত 'বাদল সরকার স্মৃতি পুরস্কার'।

২০১২ - সামগ্রিক থিয়েটার চর্চা - স্বপ্নসন্ধানী প্রদত্ত শ্যামল সেন স্মৃতি পুরস্কার।

১৮৮৯ সালের নকশা নান্দীকার রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহযোগিতায় প্রথম 'থিয়েটার ইন এডুকেশন' এর কাজ শুরু করেন। এসময় এই সংস্থার সন্ধানে শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পথশিশু, মুখ ও বধির ও দৃষ্টিহীন শিশু এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুদের নিয়ে থিয়েটারের গণ্ডিকে সম্প্রসারিত করে। ২০১৩ সালে সার্বিক প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে নকশার নিজস্ব গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্র ও 'বিচিত্রা' ব্ল্যাকবক্স থিয়েটার সমসাময়িক মন্ত্রহীন গোবরডাঙ্গার নাট্যচর্চার অন্যতম প্রধান অবলম্বন ২০১৪ সাল থেকে প্রতিবছর আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসব যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যভিনয় নিয়ে হাজির হচ্ছেন সেসব প্রথিতযশা শিল্পী গোবরডাঙ্গা থিয়েটারের চর্চার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি হচ্ছে তিন বছরের শুরু হচ্ছে তিন বছরে যা ভবিষ্যতে আগ্রহী করবে। এছাড়াও ভাষা দিবস, বিশ্ব নারী দিবস, বিশ্ব নাট্যদিবস, কবি প্রণাম, বিশ্ব পরিবেশ

দিবস, শিশু দিবস উদযাপন সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সামাজিক কার্যক্রমের আয়োজন করে। ২০০৫ সালে ‘ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামার’ সহযোগিতায় ৪৫ দিনের আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করে। এই নাট্য দলের আয়োজনে সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নাট্য মেলা উৎসব। নকশা ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করে গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং সেখানে গড়ে তোলে ‘বিচিত্রা’ নামে ব্ল্যাকবক্স থিয়েটার হল। পাঁচ দিনের ন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভাল উপলক্ষে অংশ নেয় পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলা। এছাড়াও এখানে হরিয়ানা, আসাম থেকেও বিভিন্ন নাট্য দল অংশ নেয়। নকশার এই দলটি সংস্কৃতির কেন্দ্রে রয়েছে ওপেন এয়ার স্পেস, রুফটপ ক্যাফে, লাইব্রেরী, আর্কাইভ, ও অতিথিশালা। স্বল্পকালীন নাটকের প্রশিক্ষণ ছাড়াও থিয়েটারে তিন বছরের সার্টিফিকেট কোর্স। নাট্য দলের প্রতিষ্ঠাতা আশিষ দাস নাট্যচর্চার বিশেষ অবদানের জন্য তাকে ২০২০ সালে ‘জীবনকৃতি’ সম্মান প্রাপক হিসাবে মনোনীত করা হয়। যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির উদ্যোগে এই সম্মান গোবরডাঙ্গাবাসীর কাছে আনন্দ ও গর্বের।^{১০}

শিল্পাঞ্জলি : ১৯৮৭ সালে ১লা মে মলয় বিশ্বাসের হাত ধরে খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলির জন্ম হয়। সহযোগী ছিলেন দিপালী বিশ্বাস। প্রথম বার্ষিক উৎসব ১৮৮৭ সালে গোবরডাঙ্গা টাউনহলের শিল্পাঞ্জলীর যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য নৃত্যনাট্যগুলি হল ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’, ‘জননী’, ‘স্বপ্নপুরের দেশে’, ‘ভারত তীর্থ’ প্রভৃতি। ১৯৮৭ সাল থেকে সর্বভারতীয় সংগীত ও সাংস্কৃতিক পরিষদের অনুমোদনে ডিগ্রীও ডিপ্লোমা পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। এই সংস্থাটি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয় গুজরাট, রাজস্থান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রভৃতি জায়গায় সুনামের সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করেছে। দলটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের থেকে অনুদান পেয়ে থাকে।^{১১}

চেতক : ১৯৮৯ সালে ২৯শে জুলাই প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেন গোবরডাঙ্গার চেতক। দলটির নেতৃত্বে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল উলুখাগড়া, ধূসর গোধূলি, এক যে ছিল মহাবিদ্যা ইত্যাদি। নাট্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন অজয় গাঙ্গুলী, দিবাকর মজুমদার ও প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। তবে দলটি কোনও সরকারি অনুদান পায়নি।^{১২}

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা : ১৯৯৫ সালে ক্ষমতাবলস্বী কয়েকজন সহযোগীকে রবীন্দ্রনাট্য সংস্থা নামে দলটির প্রতিষ্ঠা হয়। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। এই দলের নাট্য প্রযোজনা সংখ্যা ৪০টি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাকঘর, লক্ষ্মী পূজো, যদিও সত্যি, বীর শিকারি, গুপ্তধন প্রভৃতি।^{১৩}

স্বপ্নচর : ২০০০ সালে ৯ই জুলাই এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন মহঃসেলিম, শিব শংকর চৌধুরী, সন্ত সরকার ও রূপ কুমার সাহা। নাট্য প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘উন্মাদ’, মুখোশ, ‘হাঁড়ি-কুড়ি-কম’, ‘টুনটুনি লো’, ‘অরাজনৈতিক’ বিশেষ সারা জাগানো নাটক। দলটির নাট্যনির্দেশক মোঃ সেলিম বরাবর মঞ্চের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। ২০০১ সাল থেকে তাদের সাহিত্য মুখপত্র ‘ঘুন’ প্রকাশ করে চলেছে। দলটি ২০১৫ থেকে সরকারি অনুদান পেল ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এর থেকে।^{১৪}

নাট্যায়ন : নারায়ন বিশ্বাসের হাত ধরে দলটির পথ চলা শুরু হয় ফুলকি নাটকের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাগুলি হল ‘ব্রজসংবাদ’, ‘পুরাতন ভূত’ প্রভৃতি।^{১৫}

বিহঙ্গ : বিহঙ্গ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। দলটির পরিচালক হলেন সঞ্জীব রায়চৌধুরী। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল ‘গোবরা পালিয়েছে’, ‘খেলাঘর’ প্রভৃতি। তবে এই দলটি কোন সরকারি অনুদান পায়নি।^{১৬}

খাঁটুরা চিত্তপট : প্রদীপ রায়চৌধুরী ও শুভাশিস রায়চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন রূপান্তর নাট্য দল থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করে খাঁটুরা চিত্তপট। নদীর গল্প, ব্রেকিং নিউজ ও যমালয় জমজমাট প্রভৃতি ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এছাড়াও কলকাতার এই দলটি তৃপ্তি বিদ্রোহ নাট্যগৃহে নাটকের পাশাপাশি ও নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে থাকে। ‘থিয়েটার ইন এডুকেশন’ এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছর নানা স্কুলে গিয়ে নাট্যকর্মশালা হয় এদের উদ্যোগে।^{১৭}

গোবরডাঙ্গা মৃদঙ্গম : ২০১২ সালে ২৮মে বরণ করের উদ্যোগে নাট্য ও নৃত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দলটির উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল বনলতা, চন্ডালিকা, নিকট গঙ্গা, শ্রীরাধার মানভঙ্গ প্রভৃতি। এছাড়া নৃত্য নাট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চণ্ডালিকা এবং মূকাভিনয় রোপম্যান, রোবট, ফুচকা, চোর পুলিশ ইত্যাদি। তবে দলটি কোনও সরকারি অনুদান পায়নি।^{২১}

অবন : ২০১২ সালে ১৬ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় এই দলটি। এটি মূলত মূকাভিনয়দল দল। অনিরুদ্ধ দাস ও সুব্রত দাস এদের চেষ্টায় গড়ে ওঠে এই দলটি। প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেখা, পেটুক, সেলুন প্রভৃতি। বর্তমানে এখনো দলটি কোন সরকারি অনুদান পায়নি।^{২২}

রঙ্গভূমি : ২০১৩ সালে ৯মে রঙ্গভূমির পথ চলা শুরু হয়। মৃদঙ্গম থেকে বেরিয়ে বিধানচন্দ্র হালদার সহ বেশ তরুণ তরুণীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে রঙ্গভূমি। বর্তমানে দুর্বুদ্ধি, কুরশীও আজব দেশে প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চায়ন করে সুনাম অর্জন করেছে। পাশাপাশি বিদ্যালয় ভিত্তিক, নাট্য কর্মশালায় ও পথনাটিকা আয়োজন করে থাকে এই দলটি।^{২৩}

নাট্যসংস্কৃতি ও তার সামাজিক প্রভাব : নাট্য দলগুলি নাট্য মেলা, বিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন সেমিনার, নাট্য পত্রিকা এর সমাবেশ সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আত্ম প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মফস্বল অপেশাদার দলের ক্ষেত্রে নাটক মঞ্চস্থ করতে অনেক বেশি বেগ পেতে হয় দৈনন্দিন জীবনে চড়াই-উৎরাই তো থাকেই তার সঙ্গে যে আর্থিক সমস্যা এক মুখ্য সংযোজন। তবুও একশ্রেণীর নাটক অন্ত প্রাণ মানুষের জন্য নাট্যচর্চা টিকে আছে স্বমহিমায়। এক্ষেত্রে কলকাতা থিয়েটারের প্রভাব অনেকটাই প্রভাবিত করে।^{২৪} নকসা'র আয়োজনে বাংলাদেশে নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেখানে নাটকের বিষয় ছিল সবই 'সাময়িক বাংলাদেশের থিয়েটার', তার সঙ্গে যুক্ত ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত নাট্যজন মামুনুর রশিদ, মান্নান হীরা, অভিজিৎ সেনগুপ্ত প্রমুখ। আলোচ্য বিষয় ছিল ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা তেমন ভাবেই এদেশের লড়াই সংগ্রামের সাথে নাট্য আন্দোলনের পরম্পরা বিষয়টি উঠে আসে। যার পরিচালক ছিলেন আশিস দাস।^{২৫} অপরদিকে শিল্পায়ন আয়োজিত গোবরডাঙ্গা নাট্যমেলায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সমগ্র ভারতের বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশকের প্রযোজনায় বিশেষ মুহূর্তের আলোকচিত্র প্রদর্শনীয় উপস্থাপিত হয়।^{২৬} পাশাপাশি রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার প্রশিক্ষক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য শিশু-কিশোর নাট্য-কর্মশালার প্রশিক্ষক হিসাবে বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করেন। এইভাবে নাট্য সংস্কৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় আলোচনার মাধ্যমে দুই বাংলার মেলবন্ধন ঘটানোর কথা বলা হয়। তবে প্রাথমিকপর্বে নাটক নিয়ে বাণিজ্যিক অভিসন্ধি না থাকলেও নাট্য দলগুলি, ধীরে ধীরে বাংলা নাট্যমঞ্চে বাণিজ্যিকীকরণের রাস্তা প্রশস্ত করে দেয়।^{২৭} থিয়েটার বা নাটকের সাফল্য দর্শকের উপস্থিতি তৈরি করল আর নাটক দেখা বিনোদন উপভোগ করার অন্যতম পন্থা হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে দর্শকদের নাটক মনোগ্রাহী করার জন্য আলো প্রদর্শন প্রযুক্তির দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। ধীরে ধীরে মূলত নাটক নাট্য প্রেমী মানুষদের কর্মসংস্থান করে দিল অন্যদিকে নাটকে যুক্ত হলে বাণিজ্যিকীকরণ। নাট্য প্রেমী পড়ুয়াদের জন্য গোবরডাঙ্গাতে তৈরি হল নাট্য বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পড়ানো হয়। জেলায় প্রথম তৈরি হয়। নাটক ও নাট্যকর্মীরা মনে করে এই বিদ্যালয় গোবরডাঙ্গার নাট্য চর্চার নতুন পালক যোগ হল 'নন ফরমাল এডুকেশন' এর একটা কেন্দ্র হিসেবে বিদ্যালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।^{২৮} সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের এক ছাতার তলায় আনতে মুখ্য ভূমিকা নেয় গোবরডাঙ্গার বিভিন্ন নাট্য দলগুলি। যেখানে অংশগ্রহণ করে সমাজের উচ্চস্তরের থেকে শুরু করে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষজন, তার পাশাপাশি প্রতিবেশী শিশুরাও। ১৮৮৯ সালে গৃহীত 'শিশু নাট্যের সন্ধানে' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গোবরডাঙ্গার নকশা সমাজের মুখ, বধির, বস্তিবাসী ও আদিবাসী শিশুদেরকে থিয়েটারের আঙিনায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া দুস্থ মেধাবী শিশুদের বিশেষ স্কলারশিপ এর ব্যবস্থা করে।^{২৯} এছাড়া রবীন্দ্রনাথের সংস্থার নাট্যকার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তিনি অনাথ দুস্থ শিশুদের সমাজে মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ নেন। তার কথায় -

“ওই পরিবেশ থেকে ওদের আলোয় ফেরাতেই এই উদ্যোগ। দারিদ্রতা ও শিক্ষার অভাবে সমাজে বহু মেধাবী শিশু হারিয়ে যাচ্ছে তাই সীমিত ক্ষমতার মধ্যে ওদের কয়েকজনকে জড় করেছি তাদেরই নাটক শিখিয়ে মঞ্চে অভিনয় করিয়ে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।”^{২৬}

যুগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নাটকের জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চ ও সাজসজ্জা যেমন সামাজিক নাটকের যুগে এসে বাহুল্য বর্জন করেছিল। তার সঙ্গে তার দোতাক হয়েছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে এসেছে আলোকসম্পাতের বিবর্তন। আর্থিক সংকট বহু সম্ভাবনার পথকে কিছু সময়ের জন্য রুদ্ধ করলেও বর্তমানে সরকারি সমর্থনে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে। তবে বর্তমান প্রজন্মের আশীর্বাদ স্বরূপ বোকা বাস্কতে বিনোদন নাটক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বন্দী আছে। ফলত, দর্শকের অভাববোধ তৈরি হচ্ছে। তাই প্রতিমুহূর্তে অনুশীলনের মাধ্যমে নাট্যদলগুলি চাহিদা অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিবর্তন করে চলেছে। তবে অন্ধকারের পেরিয়েই আলোর জয় তাই সমস্যাকে অতিক্রম করে গোবরডাঙ্গার নাটক ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে উদ্যোগী নাট্য জগৎ।

Reference:

১. চক্রবর্তী, বিপিন বিহারী, দুর্গাচরণ রক্ষিত, খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদীপ কাহিনী, কলকাতা, কর্মী সমিতি, ১৯৯৯, পৃ. ১৬
২. তদেব
৩. দাস, পরেশ চন্দ্র, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালিপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৩
৪. দাস, সত্যব্রত, গোবরডাঙ্গা জমিদার-কাহিনী, উত্তর ২৪ পরগনা, গেটওয়ে পাবলিশিং হাউস, ২০২২
৫. বিশ্বাস, স্বপন কুমার, ইছাপুরের ইতিকথা, কলিকাতা, উষা প্রকাশন, ২০০৮, পৃ. ৮৬-৯১
৬. রায়চৌধুরী, প্রদীপ, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গোবরডাঙ্গার নাট্যচর্চা, কলকাতা, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫, পৃ. ২৪৩-২৪৪
৭. মুখোপাধ্যায়, শ্রী পবিত্র কুমার, গোবরডাঙ্গায় নাট্যাভিনয়, সংকলন ও প্রকাশক সমিতি (প্রাক্তন ছাত্র সংসদ, গোবরডাঙ্গা খাটুরা উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক) ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৩২-৪০
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর নিরঞ্জন, গোবরডাঙ্গা খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশদহ প্রসঙ্গ, কলকাতা, বাসন্তী প্রেস, ২০১৫, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৯. হালদার, বিধান চন্দ্র, পরম্পরা গোবরডাঙ্গা নাট্যচর্চা, খাটুরা, রঙ্গভূমি প্রকাশনা, ২০১৪, পৃ. ৭৭
১০. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘রূপান্তর’ নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য অতীক দাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১১. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘নাবিক’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক সোমনাথ রাহা প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১২. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘শিল্পায়ন’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক আশিস চট্টোপাধ্যায় প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৩. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘নকস’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক আশিস দাস প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৪. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘শিল্পাঞ্জলী’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক মলয় কুমার বিশ্বাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ
১৫. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের চেতক নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক প্রদীপ মুখোপাধ্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৬. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার’ নির্দেশক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৭. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘স্বপ্নচর’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক মহঃ সেলিমের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৮. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘নাট্যায়ন’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক নারায়ণ বিশ্বাসের থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
১৯. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘বিহঙ্গ’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক কল্লোল আইচ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
২০. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘চিত্রপট’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক শুভাশিস রায়চৌধুরী থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
২১. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘মৃদঙ্গম’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক বরুণ কর থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
২২. গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের ‘অবন’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক অনিরুদ্ধ দাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।

২৩. গোবরডাঙা অঞ্চলের ‘রঙ্গভূমি’ নাট্যগোষ্ঠীর নির্দেশক বিধান হালদার থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ।
২৪. প্রক্ষেপন পত্রিকা, সংখ্যা ৬, ১০ ডিসেম্বর, ২০২২
২৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭ মার্চ, ২০২১
২৬. এইসময় পত্রিকা, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০
২৭. কালান্তর পত্রিকা, ৫৬ বর্ষ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২
২৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জানুয়ারী, ২০২১
২৯. গণশক্তি পত্রিকা, ১০ এপ্রিল, ২০১২